গৌড়ীয় ব্যাকরণ।

বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে কএক জন সুবিজ্ঞ পণ্ডিতের আনুকূল্যে

হিন্দুকালেজান্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালার নির্ব্বাহক

শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত দ্বারা

সংগৃহীত হইয়া

চতুর্থবার মুদ্রাঙ্কিত হইল।

কলিকাতা

ইম্পিরিএল প্রেস।

সন ১২৬০ সাল ও ইঙ্গরাজী ১৮৫৩ সাল।

গৌড়ীয় ব্যাকরণ।

সংক্ষিপ্ত সার।

যাহার জ্ঞান দ্বারা উচ্চারণ শুদ্ধি এবং লিপি শুদ্ধি অর্থাৎ যথাযোগ্য স্থানে পদ বিন্যাসের ক্ষমতা হয়, তাহাকে ব্যাকরণ কহা যায়।

বর্ণবিধান।

পদের অবয়বকে বর্ণ বলা যায়, সে দুই প্রকার, স্বর ও হল, তাহার সংখ্যা সমুদয়ে পঞ্চাশৎ, তন্মধ্যে স্বরের আশ্রয় ব্যতিরেকে হল উচ্চারিত হয় না কিন্তু স্বর স্বয়ং উচ্চারিত হইতে পারে।

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ।

এই ষোড়শ স্বর, ইহার মধ্যে অ ই উ ঋ ঌ এই পঞ্চ হ্রস্ব, আ ঈ ঊ ৠ ৡ এ ও ঐ ঔ এই নব দীর্ঘ, একবিন্দু অনুস্বার, দ্বিবিন্দু বিসর্গ, স্বরশূন্য হলে যুক্ত হয় না।

দীর্ঘ ৡ ব্যতিরিক্ত অকারাদি ত্রয়োদশ বর্ণ পূর্ব্বে হলবর্ণ পাইলে স্বয়ং উচ্চারিত না হইয়া তৎসহিত যুক্ত হয়। যথা—নির্ আশা নিরাশা ইত্যাদি।

ঌ ৡ ভিন্ন স্বর হলে যুক্ত হইলে তাহার রূপান্তর হয় এবং ঋ ৠ ঌ ৡ ব্যতিরিক্ত স্বর হলে যুক্ত হইলে ... বানান হয়। া ি ী ... ে ৈ ো ৌ

ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ। এই চতুস্ত্রিংশৎ হল। ক আদি ম পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি বর্ণ পঞ্চ২ হইয়া ক্রমশঃ কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, সংজ্ঞ হয়। তদ্ভিন্ন বর্ণসকল অন্ত্যস্থ; ক্ষ, ক, ষ, যোগে নিষ্পন্ন।

হল যুক্ত হলের নাম যুক্তাক্ষর; র, এই বর্ণ হলে যুক্ত হইলে ইহার রূপান্তর ´ রেফ হয়।

য ব র ল ন ম ঋ ৠ ঌ ৡ এই দশ বর্ণ হলের শেষে থাকিলে তাহাকে ফলা কহে, তৎকালে উক্ত হলের এবং ঌ ৡ ভিন্ন স্বরের রূপান্তর হয়, যথা ্য ্ব ্র ্ল ্ন ্ম ৃ ৄ।

ঋ ৠ ঌৡ ইহারা অর্দ্ধ ব্যঞ্জন এই হেতু স্বরের মধ্যে গণিত হইয়া ফলার মধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে।

উচ্চারণ স্থান।

অ আ হ ক খ গ ঘ ঙ, কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয় তন্নিমিত্তে ইহাদের নাম কণ্ঠ্য। ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ শ য, তালু হইতে উচ্চারিত হওয়াতে তালব্য। ঋ ৠ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ, মূর্দ্ধ অর্থাৎ মস্তক হইতে উচ্চারিত প্রযুক্ত মূর্দ্ধন্য। ঌ ৡ ত থ দ ধ ন ল স, দন্ত হইতে উচ্চার্য্য হেতু দন্ত্য। উ ঊ প ফ ব ভ ম, ওষ্ঠ হইতে উচ্চারণ জন্য ওষ্ঠ্য।

এ ঐ, কণ্ঠ্য তালব্য। ও ঔ, কণ্ঠ্য ওষ্ঠ্য। অন্ত্যস্থ ব, দন্ত্য এবং ওষ্ঠ্য।

উচ্চারণ ভেদ।

ড ঢ, পদ মধ্যে এবং পদের শেষে থাকিলে ড় ঢ় তুল্য উচ্চারিত হয়, যথা, বিড়াল, বড়, আঢ়ক, আষাঢ়।

কিন্তু পদের আদিতে কিংবা হল বর্ণে সংযুক্ত হইলে স্বাভাবিক উচ্চারণ হয়, যথা ডাল, ঢাল, ওড্র, আঢ্য।

অন্তস্থ য, পদের প্রথমে থাকিলে কিংবা দ্বিত্ব হইলে জকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, কিন্তু পদের মধ্যে অথবা অন্তে থাকিলে য় হয়, যথা যত্র ন্যায্য, ময়ূর, ব্যয়।

ব, র গ ম এই তিন বর্ণের অন্তে থাকিলে বর্গীয় ন্যায় উচ্চারিত হয়, যথা পূর্ব্ব, দিগ্বিদিক, কিম্বাস। তদ্ভিন্ন বর্ণের শেষে থাকিলে অন্তস্থ প্রায় উচ্চারিত হয়, যথা দ্বার।

পদবিবরণ।

অর্থবোধক শব্দকে পদ কহা যায়। পদ দুই প্রকার বিশেষ্য এবং বিশেষণ, যে পদের অর্থ অন্যপদার্থের অনধীন, তাহার নাম বিশেষ্য। যথা পশু, মনুষ্য ইত্যাদি।

যে পদের অর্থ অন্য পদার্থের অপেক্ষিত, তাহার নাম বিশেষণ। যথা উত্তম, যাই ইত্যাদি।

বিশেষ্য পদের বিভাগ।

বিশেষ্য পদ চারি প্রকারে বিভক্ত, যথা সামান্য সংজ্ঞা, সাধারণ সংজ্ঞা, ব্যক্তি সংজ্ঞা, প্রতি সংজ্ঞা।

নানা জাতীয় সমূহ বাচক শব্দের নাম সামান্য সংজ্ঞা। যথা পশু বৃক্ষ ইত্যাদি।

এক জাতীয় সমূহ বাচক শব্দকে সাধারণ সংজ্ঞা কহে. যথা মনুষ্য, আম ইত্যাদি

যে নাম ব্যক্তি অথবা বস্তুর প্রতি অসাধারণ রূপে নির্দ্ধারিত হয় তাহাকে ব্যক্তি সংজ্ঞা কহা যায়। যথা রামচন্দ্র, কলিকাতা ইত্যাদি।

প্রতিনিধি রূপে সর্ব্ব পদার্থের বাচক যে শব্দ তাহার নাম প্রতি সংজ্ঞা। যথা আমি, তুমি, তিনি ইত্যাদি।

বিশেষণ পদের বিভাগ।

বিশেষণ পদ সপ্ত প্রকার যথা গুণাত্মক, ক্রিয়াত্মক, ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক, বিশেষণীয় বিশেষণ, সম্বন্ধীয় বিশেষণ, সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ, অন্তর্ভাব বিশেষণ।

যাহারা কাল সম্বন্ধ ব্যতিরেকে বস্তুর গুণ অথবা অবস্থাকে প্রতিপন্ন করে তাহার নাম গুণাত্মক বিশেষণ।

যথা উত্তম, পীড়িত ইত্যাদি। (এস্থলে কোন কাল বিশেষের প্রতীতি না করিয়া উত্তম শব্দে বস্তুর গুণ এবং পীড়িত শব্দে বস্তুর অবস্থা প্রতিপন্ন করিতেছে)।

যাহারা কাল সঙ্কলিত অবস্থাকে প্রতিপন্ন করে তাহাদের নাম ক্রিয়াত্মক বিশেষণ, যথা আমি দেখি, দেখিলাম, দেখিব ইত্যাদি। (এস্থলে অস্মৎ কর্ত্তার বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ কাল সম্বলিত অবস্থা প্রতীত হইতেছে)।

যে সকল পদ সমাপিকা ক্রিয়াগত কালের সাপেক্ষ হইয়া ব্যক্তি কিংবা বস্তুর কার্য্য সংক্রান্ত অবস্থাকে প্রতিপন্ন করে তাহার নাম ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ। যথা পুস্তক দেখিয়া

পড়িলাম। (এস্থলে দেখিয়া এই পদ পড়িলাম ক্রিয়ার কালের সাপেক্ষ হইয়া কর্ত্তার দর্শনাবস্থা বোধ করাইতেছে)।

যাহারা গুণাত্মক কিংবা ক্রিয়াত্মক বিশেষণের গুণ অথবা অবস্থাকে কহে তাহার নাম বিশেষণীয় বিশেষণ। যথা অতি মৃদু। শীঘ্র যান। (এস্থলে অতি শব্দে মৃদু এই গুণাত্মক বিশেষণের আধিক্যরূপ গুণ; এবং শীঘ্র শব্দে শীঘ্রতাবস্থা প্রতীত হইতেছে)।

যে সকল শব্দ পদের পূর্ব্বে কিংবা পরে নিয়মমতে রাখিলে সেই পদের সহিত অন্য পদের সম্বন্ধ বোধ হয়, তাহার নাম সম্বন্ধীয় বিশেষণ। যথা নগর হইতে চলিল (এস্থলে হইতে শব্দ দ্বারা চলিল এই ক্রিয়ার সহিত নগরের ও কর্ত্তার সম্বন্ধ বোধ হইল)।

যে সকল শব্দ বাক্যদ্বয়ের মধ্যে থাকিয়া তাঁহারদের পরস্পর সম্বন্ধ বোধ করায়, অথবা দুই পদের মধ্যে থাকিয়া এক ক্রিয়াতে অন্বয় বোধক হয়, কিন্তু কোন শব্দের রূপের বিপর্য্যয় করে না তাহার নাম সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ। যথা আমি কহিব কিন্তু তুমি শুনিবে না। (এস্থলে কিন্তু শব্দ দ্বারা উভয় বাক্যের পরস্পর সম্বন্ধ হইল)। রাম এবং শ্যাম যাইবেন। (এস্থলে এবং শব্দ দ্বারা যাইবেন ক্রিয়াতে রাম ও শ্যাম উভয়ের সম্বন্ধ বোধ হইতেছে)।

যাহারা অন্য শব্দের সংযোগ ব্যতিরেকে অন্তঃকরণের ভাবকে কহে তাহার নাম অন্তর্ভাব বিশেষণ। যথা হা, আমি কি করিলাম। (এস্থলে হা শব্দ দ্বারা অন্তঃকরণের খেদ বুঝাইতেছে)

স্বর সন্ধি।

অ আ, ই ঈ, উ ঊ, ঋ ৠ, এই দুইং স্বরের সবর্ণ সংজ্ঞা হয়। যথা; অ আ, পরস্পর সবর্ণ। সেইরূপ ই ঈ ইত্যাদি।

স্বরবর্ণ পূর্ব্বপদের অন্তে এবং তাহার সবর্ণ পর পদের আদিতে থাকে, তন্মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে ঐ উভয় বর্ণ মিলিত হইয়া দীর্ঘ সবর্ণ হয়। যথা।

স্বরান্ত	স্বরাদি		রূপ
ভাব	অ	অর্থ	ভাবার্থ
ক্ষমতা	আ	আপন্ন	ক্ষমতাপন্ন
পরম	অ	আয়ুঃ	পরমায়ুঃ
অভি	ই	ইষ্ট	অভীষ্ট
কাশী	ঈ	ঈশ্বর	কাশীশ্বর
যোগি	ই	ঈশ্বর	যোগীশ্বর
কটু	উ	উক্তি	কটূক্তি
চক্ষু	উ	ঊর্দ্ধভাগ	চক্ষূর্দ্ধভাগ
বাহু	উ	ঊর্দ্ধদেশ	বাহূর্দ্ধদেশ
পিতৃ	ঋ	ঋণ	পিতৄণ

পূর্ব্বপদের অন্তে অ, আ, এবং পরপদের আদিতে ই ঈ, উ ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ, স্বর থাকে, তন্মধ্যে ব্যবধান রহিত হইলে পূর্ব্ব স্বরের সহিত ই ঈ, স্থানে এ, এবং উ ঊ, স্থানে ও, ঋ স্থানে অর্, এ ঐ স্থানে ঐ, ও ঔ স্থানে ঔ আদেশ হয়। যথা।

লাভ	অ	ইচ্ছা	লাভেচ্ছা
পরম	অ	ঈশ্বর	পরমেশ্বর
দেবতা	আ	ইচ্ছা	দেবতেচ্ছা
উমা	আ	ঈশচন্দ্র	উমেশচন্দ্র
উষ্ণ	অ	উদক	উষ্ণোদক
ঊর্দ্ধ	অ	ঊর্দ্ধগমন	ঊর্দ্ধোর্দ্ধগমন
খট্টা	আ	উপরি	খট্টোপরি
অট্টালিকা	আ	ঊর্দ্ধভাগ	অট্টালিকোর্দ্ধভাগ
দেব	অ	ঋষি	দেবর্ষি
চিত্ত	অ	একত্ব	চিত্তৈকত্ব
দেব	অ	ঐক্য	দেবৈক্য
উত্তম	অ	ওষধি	উত্তমৌষধি
শ্রেষ্ঠ	অ	ঔষধ	শ্রেষ্ঠৌষধ

পূর্ব্বপদের অন্তে অ, আ, আর পরপদের আদিতে ঋতশব্দ থাকে এবং তন্মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হইলে পূর্ব্বপদের স্বরের সহিত ঋতশব্দের ঋ স্থানে আর আদেশ হয়। যথা।
শীত, অ, ঋত' শীতার্ত্ত। { (এস্থলে শীত দ্বারা পীড়িত এই তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে।

পূর্ব্বপদের অন্তে ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ, এবং পর পদের আদিতে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ও, ঐ, ঔ, স্বর থাকে তন্মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে ই, ঈ স্থানে য, উ ঊ স্থানে র, ঋ, স্থানে র, এ স্থানে অয়্, ঐ স্থানে আয়্, ও স্থানে অব্, ঔ স্থানে আব্, আদেশ হইয়া পরপদের আদ্য স্বরের সহিত পূর্ব্বপদের অন্ত্যবর্ণে যুক্ত হয়।

প্রতি............ই............অহ ....প্রত্যহ
অভি..............ই...........আস ....অভ্যাস
বি.................ই...........উৎপন্ন ....ব্যুৎপন্ন
পুষ্করিণী ....ঈ...........অম্বুঃ ....পুষ্করিণ্যম্বুঃ
নদী................ঈ...........আগমন ....নদ্যাগমন
গৌরী ....ঈ...........উৎসব ....গৌর্য্যুৎসব
পশু................উ...........আদি ....পশ্বাদি
পিতৃ...............ঋ...........আদি ....পিত্রাদি
হবে................এ...........এ ....হবয়ে
গৈ ....ঐ...........অক ....গায়ক
শম্ভো ....ও...........এ ....শম্ভবে
নৌ ....ঔ...........আরোহণ...........নাবারোহণ

হলসন্ধি।

পূর্ব্বপদের অন্তে ক, এবং পরপদের আদিতে অব্যবধানে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ, গ, ঘ, জ, ঝ, দ, ধ, ব. ভ, য, র, ল, ইত্যাদি বর্ণ থাকিলে ঐ ক স্থানে গ হইয়া পরপদের আদ্য বর্ণে যুক্ত হয়। যথা।

বাক্ ....আড়ম্বর...............বাগাড়ম্বর
কতাদ্ধ   স্বরবর্ণাদি   রূপ
দিক্ ....অম্বর...............দিগম্বর
ত্বক্...............ইন্দ্রিয়...............ত্বগিন্দ্রিয়
বাক্ ....ঈশ...............বাগীশ
প্রাক্ ....উত্তম...............প্রাগুত্তম
বাক্ ....ঋজু...............বাগৃজু
বণিক ....ঐক...............বণিগৈক

বাক্ .... ঐক্য .... বাগৈক্য
ধিক্ .... ওষধি .... ধিগোষধি
দিক্ .... গজ .... দিগ্‌গজ
ধিক্ .... জীবন .... ধিগ্‌জীবন
দিক্ .... দর্শন .... দিগ্‌দর্শন
দিক্ .... বিজয় .... দিগ্বিজয়
বাক্ .... যুদ্ধ .... বাগ্‌যুদ্ধ
ঋত্বিক্ .... রুষ্ট .... ঋত্বিগ্‌রুষ্ট
মনাক্ .... লাভ .... মনাগ্‌লাভ

পূর্ব্বপদের অন্তে ট এবং পরপদের আদিতে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ, গ, ঘ, জ, ঝ, ড, ঢ, দ, ধ, ব, ভ, য, র, ল, ইত্যাদি বর্ণ থাকে তন্মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে ঐ ট স্থানে ড হইয়া পরপদের আদ্য বর্ণে যুক্ত হয়। যথা।

ষট্ .... অঙ্গ .... ষড়ঙ্গ
ষট্ .... আনন .... ষড়ানন
ষট্ .... উদাহরণ .... ষড়ুদাহরণ
ষট্ .... ঋতু .... ষড়্‌ঋতু
ষট্ .... এতে .... ষড়েতে
ষট্ .... ঐশ্বর্য্য .... ষড়ৈশ্বর্য্য
ষট্ .... ওক .... ষড়োক
ষট্ .... ঔষধ .... ষড়ৌষধ
ষট্ .... গতি .... ষড়্‌গতি
ষট্ .... ঘাস .... ষড়্‌ঘাস
ষট্ .... জন্ম .... ষড়্‌জন্ম

ষট্ .... চক্র .... ষড়্‌চক্র

ষট্ .... দর্শন .... ষড়্‌দর্শন

ষট্ .... ধীর .... ষড়্‌ধীর

ষট্ .... বিধ .... ষড়্‌বিধ

ষট্ .... ভাব .... ষড়্‌ভাব

ষট্ .... যাগ .... ষড়্‌যাগ

ষট্ .... রস .... ষড়্রস

ষট্ .... লোল .... ষড়্‌লোল

পূর্ব্বপদের অন্তে ত, এবং পরপদের আদিতে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ, গ, ঘ, দ, ধ, ব, ভ, য, র, ইত্যাদি বর্ণ থাকিলে ঐ ত স্থানে দ হইয়া পরপদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

তৎ .... অবধি .... তদবধি

ভবিষ্যৎ .... আজ্ঞা .... ভবিষ্যদাজ্ঞা

তৎ .... ইঙ্গিত .... তদিঙ্গিত

জগৎ .... ঈশ্বর .... জগদীশ্বর

সৎ .... উত্তর .... সদুত্তর

তৎ .... ঊর্দ্ধ .... তদূর্দ্ধ

তৎ .... ঋকার .... তদৃকার

তৎ .... এতৎ .... তদেতৎ

তৎ .... ভ[illegible] .... তদ্[illegible]

আপৎ .... গ্রস্ত .... আপদ্গ্রস্ত

এতৎ .... দেশ .... এতদ্দেশ

তৎ .... ধন .... তদ্ধন

সৎ......................বন্ধু..........................সদ্বন্ধু
তৎ......................যথা..........................তদ্যথা
যৎ......................রূপ..........................যদ্রূপ

পূর্ব্বপদের অন্তে ত, এবং পরপদের আদিতে অব্যবধানে ন, ম, থাকিলে ঐ ত স্থানে ন ম হইয়া পরপদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

জগৎ......................নাথ..........................জগন্নাথ
জগৎ......................মোহন..........................জগন্মোহন

পূর্ব্বপদের অন্তে ত, এবং পরপদের আদিতে ল থাকিলে ঐ ত স্থানে ল হইয়া পরপদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

সৎ......................লোক..........................সল্লোক

পূর্ব্বপদের অন্তে ত, এবং পরপদের আদিতে চ, জ, থাকে তন্মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে ঐ ত, স্থানে ক্রমে চ, জ, হইয়া পরপদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

শরৎ......................চন্দ্র..........................শরচ্চন্দ্র
যাবৎ......................জীবন..........................যাবজ্জীবন

অনুস্বারসন্ধি।

পূর্ব্বপদের অন্তে অনুস্বার, এবং পরপদের আদিতে অব্যবধানে স্বর থাকিলে ঐ অনুস্বারের স্থানে ম, হইয়া পরপদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

কিং......................অধিক..........................কিমধিকং

পূর্ব্বপদের অন্তে অনুস্বার, পরপদের আদিতে অব্যব

স্থানে যে বর্গীয় ব্যঞ্জন অক্ষর থাকে, অনুস্বারের স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম অক্ষর হইয়া পরপদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

যথা।

সং..................কোচ..............সঙ্কোচ। সং..........তরণ.......... সন্তরণ
সং.............. চয়.............সঞ্চয়। সং.......... পূর্ণ.......... সম্পূর্ণ

বিসর্গসন্ধি।

পূর্ব্ব পদের অন্ত্য অকারের পর বিসর্গ, এবং পর পদের আদিতে অকার থাকিলে ঐ বিসর্গ স্থানে পূর্ব্বাপর অকারের সহিত ও আদেশ হইয়া পূর্ব্ব পদের শেষে যুক্ত হয়।

বিসর্গান্ত	....	....	অকারাদি	....	....	রূপ
বয়ঃ	....	....	অধিক	....	....	বয়োধিক

পূর্ব্ব পদের অন্ত্য অকারের পর বিসর্গ, এবং পর পদের আদিতে গ ঘ জ ঝ ড ঢ দ ধ ন ব, ভ, ম, য, র, ল, হ, থাকে তন্মধ্যে ব্যবধান রহিত হইলে পূর্ব্ব পদের অন্ত্য অকারের সহিত ঐ বিসর্গ ও হইয়া পূর্ব্ব পদের অন্ত্য বর্ণে যুক্ত হয়।

নমঃ	গুরবে	নমোগুরবে	শিরঃ	মহৎ	শিরোমহৎ
রামঃ	জয়তি	রামোজয়তি	যশঃ	যত্ন	যশোযত্ন
মনঃ	দুঃখ	মনোদুঃখ	মনঃ	রম	মনোরম
নমঃ	নমঃ	নমোনমঃ	যশঃ	লাভ	যশোলাভ
বয়ঃ	বৃদ্ধি	বয়োবৃদ্ধি	তেজঃ	হ্রাস	তেজোহ্রাস

পূর্ব্ব পদের অন্তে বিসর্গ, এবং পরপদের আদিতে ক, ত, থাকিলে ঐ বিসর্গ স্থানে স হইয়া পরপদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

তেজঃ .... কর .... তেজস্কর। মনঃ .... তাপ .... মনস্তাপ

পূর্ব্ব পদের অন্তে বিসর্গ, এবং পরপদের আদিতে চ ছ থাকিলে ঐ বিসর্গ স্থানে শ হইয়া পরপদের আদ্য বর্ণে যুক্ত হয়।

নিঃ .... চল .... নিশ্চল ....। নিঃ .... ছিদ্র .... নিশ্ছিদ্র

পূর্ব্ব পদের অন্ত্য ই, উ স্বরের পর বিসর্গ এবং পরপদের আদিতে ক, খ ট ঠ, প ফ থাকিলে ঐ বিসর্গ স্থানে ষ হয়।

নিঃ .... কর .... নিষ্কর ....। নিঃ .... টীক .... নিষ্টীক
দুঃ .... খ .... দুষ্খ ....। নিঃ .... পাপ .... নিষ্পাপ
ইত্যাদি।

পূর্ব্ব পদের অন্ত্য ই উ স্বরের পর বিসর্গ পরপদের আদিতে অ, আ ই ঈ উ ঊ ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ, গ, ঘ, জ, ঝ, ড, ঢ, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম, য, র, ল, হ, এই সকল বর্ণ থাকিলে বিসর্গ স্থানে র হয়। যথা।

নিঃ .... অবকাশ .... নিরবকাশ
নিঃ .... ঋতি .... নির্ঋতি
অনিঃ .... এক .... অনিরেক
নিঃ .... ওকার .... নিরোকার
দুঃ .... ধর .... দুর্দ্ধর
নিঃ .... ভর .... নির্ভর
হবিঃ .... যাগ .... হবির্যাগ
নিধিঃ .... লক্ষ .... নিধির্লক্ষ
হবিঃ .... হোম .... হবির্হোম

ণত্বপ্রকরণ।

র, ষ এবং ঋবর্ণের পর দন্ত্য ন স্থানে মূর্দ্ধন্য ণ হয়। এবং স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ ও য ব হ এই সকল বর্ণ ব্যবধান সত্ত্বেও ণত্ব হয়। যথা কর্ণ। কৃষ্ণ। তৃণ ইত্যাদি ব্যবধান সত্ত্বে যথা হরণ কৃযাণ হরিণ বাগিণী ক্ষেপণ পরায়ণ দ্রবিণ গ্রহণ ইত্যাদি।

দন্ত্য ন কারের শেষে টবর্গীয় বর্ণ যুক্ত হইলে উক্ত করণাভাবেও ণত্ব হয়। যথা কণ্টক। কণ্ঠা। পিণ্ড ইত্যাদি।

স্বাভাবিক ণকারভেদ।

অঙ্গণ, অণু, আপণ, উল্বণ, এণ, কণা, কিণ, কুণি, কুণপ, কোণ, কাণ, কঙ্কণ, কল্যাণ, কফোণি, গোণী, নিপুণ, চিক্কণ, তূণ, পুণ্য, পণব, ফেণ, ফণা, ফণী, বাণ, বাণী, বীণা, বেণী, বেণু, ভণিতা, মৎকুণ, মণি, লাবণ্য, লবণ, শণ, শাণ, শোণ, শোণিত, হণ, ইত্যাদি অভিধানতোজ্ঞেয়।

যত্বপ্রকরণ।

কবর্গ এবং ই উ ঋ, এ ঐ ও ঔ, এই সকল বর্ণের পর দন্ত্য সকার হইলে তাহার স্থানে প্রায় মূর্দ্ধন্য ষকার হয়। যথা নিষ্কর। মহাশয়েষু ইত্যাদি।

স্বাভাবিক ষকার ভেদ।

ষষ্ঠা, ষণ্ড, যষ্টি, ষষ্ঠ, তুষার, ঊষর, বিভীষণ, বিশেষণ, ঘোষণা, বিষাদ, ঔষধ, বৃষ, প্রত্যূষ, মুষিক, ভূষণ,

আষাঢ়, সর্ষপ, বিষম, ভাষা, বিষ, কৃষ, মহিষ, দ্বেষ, তুষ, ষোড়শ, ষট্, ইত্যাদি অভিধানতোজ্ঞেয়।

চ ছ এই দুই বর্ণের যোগে দন্ত্য সকার স্থলে তালব্য শ হয়। যথা নিশ্চয়, নিশ্ছিদ্র ইত্যাদি।

কারক।

কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ, সম্বন্ধ, এই ষট কারক, ভাষাতে ব্যবহৃত হয়, সম্প্রদানের উদ্বোধক কোন শব্দ বা বিশেষরূপ না থাকাতে তাহার ব্যবহার নাই। সংস্কৃত ভাষায় সম্বন্ধ, কারক না হইলেও ভাষাতে কারকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ক্রিয়ার সহিত যাহার প্রাধান্যরূপে অন্বয় হয়, তাহাকে কর্ত্তা কহা যায়। যেমন রাম বসিলেন। (এস্থলে বসিলেন ক্রিয়াতে রামের প্রাধান্যরূপে অন্বয় হইতেছে)

যাহাতে কর্ত্তার ক্রিয়া সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ব্যাপ্ত হয় তাহার নাম কর্ম্ম। যথা আমি তোমাকে টাকা দিলাম। (এস্থলে আমি এই কর্ত্তার দিলাম এইদান ক্রিয়া টাকাতে সাক্ষাৎ এবং তোমাতে পরম্পরায় ব্যাপ্ত হইল)*

কর্ম্ম দুই প্রকার মুখ্য এবং গৌণ। যাহাতে ক্রিয়া সাক্ষাৎ ব্যাপ্ত হয় তাহার নাম মুখ্য এবং যাহাতে পরম্পরায় ব্যাপ্ত হয় তাহার নাম গৌণ। দান কহন প্রভৃতি দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়াতে গৌণ, মুখ্য উভয় কর্ম্ম থাকে।

* গৌড়ীয় ভাষাতে করণ এবং অপাদান কারকে শব্দের পৃথক্ রূপ না হইলেও পরস্থিত 'দ্বারা, এবং হইতে' এই সম্বন্ধীয় বিশেষণ দ্বারা উদ্বোধ হয়)

যাহাদ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহার নাম করণ, তদ্বোধের নিমিত্তে দ্বারা কিংবা দিয়া শব্দ প্রয়োগ হয়, এবং করণ পদে কর্ত্তার এক বচনায় রূপ অথবা সম্বন্ধের রূপ থাকে। যথা ছুরি দিয়া কাটিলেক। হস্তের দ্বারা মারিলেন। শত্রুদের দ্বারা মারাগেল ইত্যাদি।

যে বস্তু হইতে অন্য বস্তুর নিঃসরণাদি ক্রিয়া হয়, তাহার নাম অপাদান, তদ্বোধের নিমিত্তে হইতে শব্দ প্রয়োগ হয়, এবং ঐ অপাদান, পদের একত্ব অভিপ্রেত হইলে কর্ত্তৃপদের এক বচনের রূপ বহুত্ব হইলে সম্বন্ধের বহু বচনের রূপ হইয়া থাকে। যথা বৃক্ষ হইতে পড়িল। মন্ত্রিদের হইতে হইল।

যাহাতে ক্রিয়া কিংবা বস্তুর অবস্থিতি হয় তাহার নাম অধিকরণ। যথা শয্যাতে শুই। জলে মৎস্য ইত্যাদি।

যাহাদ্বারা এক নামের সহিত অন্য নামের অন্বয় হইয়া মিলিতার্থ বোধ হয়, তাহাকে সম্বন্ধ কহে। যথা স্ত্রীর চরিত্র। (এস্থলে স্ত্রী এই নামের সহিত চরিত্র এই নামের অন্বয় হইয়া স্ত্রী সম্বন্ধি চরিত্র বোধ হইল।)

কোন ব্যক্তিকে কিংবা বস্তুকে যথার্থমতে কিংবা আরোপিত মতে অভিমুখ করিবার নিমিত্তে তাহার পূর্ব্বে হে, ও, ইত্যাদি অন্তর্ভাব বিশেষণের প্রয়োগ হইলে সম্বোধন বলা যায়। তাহাতে কর্ত্তৃ পদের রূপ থাকে। যথা হে বালক, হে বালকেরা ইত্যাদি।

[illegible] ও, ইত্যাদি, শব্দ ব্যতিরেকে সম্বোধন অভিপ্রেত [illegible] সম্বোধ্য পদের অন্ত্য স্বরের গুরু উচ্চারণ হয়। যথা মহাশয়, প্রভো ইত্যাদি।

শব্দ রূপ।

ক্রিয়ার সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ এবং পদার্থের সহিত পদার্থের সম্বন্ধ বোধের নিমিত্তে যে বিশেষ২ আকারের পরিণাম হয় তাহার নাম শব্দ রূপ। যথা আমরা যাই। রাজকের পুস্তক ইত্যাদি।

কখনং ক্রম বিন্যাস দ্বারা রূপের উদ্বোধ হয়। যথা বালক বাটী যাইল।

গৌড়ীয় ভাষাতে কর্ত্তা, কর্ম্ম, অধিকরণ, সম্বন্ধ, এই চারি কারকে শব্দের রূপ হয়।

একবচন।

এক বস্তু অথবা অনেক বস্তুর একত্বাভিপ্রায়ে যে শব্দ প্রয়োগ করা যায় তাহার নাম এক বচন। যথা মনুষ্য জগৎ ইত্যাদি।

কর্ত্তৃপদের এক বচনে শব্দের অবিকল রূপ থাকে। কখন২ সকর্ম্মক ক্রিয়াতে কদাচিৎ অকর্ম্মক ক্রিয়াতে অধিকরণের এক বচনের রূপ গ্রহণ করে। যথা লোকে কহে বানরে খায় ইত্যাদি

কর্ম্মপদের এক বচনে প্রায় কে সংযোগ হয়, যথা গুরু শিষ্যকে শিখাইতেছেন।

সাধু প্রয়োগে অনেকানেক স্থলে কে যোগ ব্যতিরেকে অবিকল রূপদ্বারা কর্ম্মবোধ হয় যথা পক্ষি দেখ ইত্যাদি।

দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার গৌণকর্ম্মেই কে যোগ হয়, মুখ্য কর্ম্মে হয় না। যথা রাম শ্যামকে মুদ্রা দিলেন ইত্যাদি।

অধিকরণে অকারান্ত এবং হলন্ত শব্দের অন্তে এ, কিংবা এতে, যোগ হয়। যথা গৃহে গৃহেতে, জগতে জগতেতে ইত্যাদি।

আকারান্ত শব্দের শেষে, তে, কিংবা য়, হয়। যথা মৃত্তিকাতে মৃত্তিকায় ইত্যাদি।

অকারান্ত আকারান্ত হলন্ত ভিন্ন শব্দের অন্তে 'তে' যোগ হয়, যথা বাটীতে, বস্তুতে, গোতে ইত্যাদি।

সম্বন্ধপদে অকারান্ত এবং হলন্ত শব্দের অন্তে এর' সংযোগ হয়, তদ্ভিন্ন শব্দের শেষে কেবল 'র' হয়। যথা ঘটের জগতের। রাজার নদীর, বস্তুর ইত্যাদি।

বহুবচন।

শব্দ সকল রূপান্তর হইয়া একাধিক বস্তুর বোধক হইলে বহুবচন বলে। যথা আমরা, বালকদিগকে ইত্যাদি।

কর্ত্তৃ পদের অন্তে 'রা' প্রয়োগ, এবং অকারান্ত কিংবা হলন্ত শব্দ হইলে 'রা' পূর্ব্বে এ যোগ হয়। যথা পশুরা, মহতেরা, মনুষ্যেরা, বালকেরা ইত্যাদি।

বহুবচনস্থলে শব্দমাত্রের রূপান্তর না হইয়া কখনং তদন্তে সকল সমূহ গণ ইত্যাদি বহুত্ববোধক শব্দের প্রয়োগ হয় যথা মনুষ্য সকল-বিপ্রগণ ইত্যাদি। এবং তৎকালে ঐ বহুত্ববাচক শব্দের কর্ত্তৃ কর্ম্মাদি কারকে এক বচনীয় পরিণাম থাকে, যথা পণ্ডিত গণের।

কর্ম্মের বহুবচনে অবিকৃত শব্দের অথবা সম্বন্ধীয় পরিণামের পরে দিগকে শব্দ প্রয়োগ হয়। যথা পশুদিগকে, পশুরদিগকে ইত্যাদি।

অধিকরণে 'দিগেতে' শব্দ প্রয়োগ হয়। যথা, প্রভুদিগেতে ইত্যাদি।

সম্বন্ধে অবিকল শব্দের উত্তর অথবা সম্বন্ধের চিহ্ন বহুবচনীয় পরিবর্ত্তের পরে 'দের' 'দিগের' প্রয়োগ হয়। যথা। জ্ঞানিদের জ্ঞানিদিগের, জ্ঞানিবৃন্দের, জ্ঞানিবৃন্দদিগের ইত্যাদি।

লিঙ্গবিষয়।

যাহা সংজ্ঞাদি পদের স্ত্রীপুংস্ত্বাদি বোধ করায় তাহাকে লিঙ্গ কহা যায়। তাহা পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ ভেদে তিন প্রকার হয়।

পুরুষবোধক শব্দের নাম পুংলিঙ্গ। যথা মনুষ্য, হস্তী ইত্যাদি

স্ত্রীবোধক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা, স্ত্রী, ব্রাহ্মণী ইত্যাদি।

স্ত্রী পুরুষ বোধক শব্দভিন্ন তাবৎ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। যথা, জ্ঞান, নাম, ধন ইত্যাদি।

গৌড়ীয় সাধুভাষাতে স্ত্রীলিঙ্গ বোধের নিমিত্তে সাধারণ কোন প্রত্যয় নাই, সংস্কৃতের নিয়মানুসারে বিশেষণ ও বিশেষ্য শব্দের পরে কখন 'আ' কদাচিৎ 'ঈ' আনী ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ দ্বারা স্ত্রীত্ববোধ হয়।

কিন্তু সামান্যতঃ পশুপক্ষ্যাদি বাচক শব্দের স্ত্রীত্ব বোধার্থে তৎপূর্ব্বে স্ত্রী শব্দ প্রয়োগ হয়। যথা, চীল, স্ত্রী চীল গো, স্ত্রীগো ইত্যাদি।

মনুষ্য জাতির মধ্যে বিশেষ২ জাতির স্ত্রীত্ব বোধার্থে সম্বন্ধীয় পরিমাণের পরে স্ত্রী শব্দাদি প্রয়োগ হয়। যথা বৈদ্যের স্ত্রী, ব্রাহ্মণের কন্যা ইত্যাদি।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কৃষ্ণ	কৃষ্ণা	সুন্দর	সুন্দরী	পিতৃব্য	পিতৃব্যস্ত্রী
দুষ্ট	দুষ্টা	যুবা	যুবতী	মাতুল	মাতুলানী
সুস্থ	সুস্থা	বৈষ্ণব	বৈষ্ণবী	ভাগিনেয়	ভাগিনেয়ী
বৃদ্ধ	বৃদ্ধা	বালক	বালিকা	মৃগ	মৃগী
প্রেরক	প্রেরিকা	ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়া	ব্যাঘ্র	ব্যাঘ্রী
উত্তম	উত্তমা	কর্ত্তা	কর্ত্রী	সিংহ	সিংহী
গৌর	গৌরী	রাজা	রাজ্ঞী	শৃগাল	শৃগালী
মৃদু	মৃদ্বী	মানুষ	মানুষী	শূকর	শূকরী
লঘু	লঘ্বী	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী	হংস	হংসী
গুরু	গুর্ব্বী	শূদ্র	শূদ্রী	ময়ূর	ময়ূরী
জ্ঞানী	জ্ঞানিনী	চণ্ডাল	চণ্ডালী	কাক	কাকী

এতন্নিয়মানুসারে স্ত্রীলিঙ্গ রূপ পণ্ডিতোপদেশতো জ্ঞাতব্য।

প্রতিসংজ্ঞা প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষ ভেদে তিন প্রকার হয়।

কেবল বক্তার প্রতিপাদক যে প্রতিসংজ্ঞা তাহার নাম প্রথম পুরুষ। যথা আমি।

প্রথম পুরুষ যদ্যপি কেবল বক্তার প্রতিপাদক, তথাপি বহুবচন স্থলে বক্তা যে ক্রিয়া করে তজ্জাতীয় ক্রিয়ার সহিত যাহার২ সাহিত্য থাকে তাহারও প্রতীতি হয় আমরা যাই ইত্যাদি।

যাহার প্রতি বাক্য প্রয়োগ করা যায় কেবল তাহার প্রতিপাদক যে প্রতিসংজ্ঞা তাহাকে দ্বিতীয় পুরুষ কহে। যথা তুমি।

বুদ্ধিস্থ পদার্থের বাচক প্রতি সংজ্ঞাকে এবং অন্যান্য সংজ্ঞাশব্দকে তৃতীয় পুরুষ বলা যায়। যথা সে, এ, ও, বালক ইত্যাদি।

ঐ বুদ্ধিস্থ পদার্থ সমক্ষে অভিপ্রেত হইলে তদ্বোধার্থ এ, এবং সমক্ষে অথচ অল্প দূরে অভিপ্রেত হইলে তদ্বোধার্থ ও, আর অসমক্ষে অভিপ্রেত হইলে সে প্রতিনিধিরূপে প্রযুক্ত হয়।

যে প্রতিসংজ্ঞার অভিপ্রেত পদার্থের বোধ নিমিত্ত বাক্যান্তর সাপেক্ষ হয় তাহাকে সম্বন্ধীয় প্রতিসংজ্ঞা কহে।

যথা যে যাইয়াছিল সে আসিল ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসার বিষয় ব্যক্তি হইলে তদ্বোধার্থে কে, এবং বস্তু হইলে তদ্বোধার্থ কি, শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যেমন, কে কহিল, কি পাইবে ইত্যাদি।

রূপ।

প্রথম পুরুষের রূপ।

কর্ত্তা	কর্ম্ম	অধিকরণ	সম্বন্ধ
আমি	আমাকে	আমাতে	আমার
আমরা	আমাদিগকে	আমাদিগেতে	আমাদের

দ্বিতীয় পুরুষের রূপ।

তুমি	তোমাকে	তোমাতে	তোমার
তোমরা	তোমাদিগকে	তোমাদিগেতে	তোমাদের / তোমাদিগের

সম্মান অভিপ্রেত হইলে দ্বিতীয় পুরুষের স্থানে আপনি আদেশ হয়, তৎকালে তৃতীয় পুরুষীয় ক্রিয়ার সহিত তাহার অন্বয় হইয়া থাকে।

রূপ।

আপনি	আপনাকে	আপনাতে	আপনার
আপনারা	আপনাদিগকে	আপনাদিগেতে	আপনাদের } আপনাদিগের }

তৃতীয় পুরুষ সে শব্দের রূপ।

সে	তাহাকে	তাহাতে	তাহার
তাহারা	তাহাদিগকে	তাহাদিগেতে	তাহাদের } তাহাদিগের }

তৃতীয় পুরুষ এ শব্দের রূপ।

এ	ইহাকে	ইহাতে	ইহার
ইহারা	ইহাদিগকে	ইহাদিগেতে	ইহাদের } ইহাদিগের }

তৃতীয় পুরুষ ও শব্দের রূপ।

ও	উহাকে	উহাতে	উহার
উহারা	উহাদিগকে	উহাদিগেতে	উহাদের } উহাদিগের }

তৃতীয় পুরুষের সম্মান অভিপ্রেত হইলে কর্ত্তৃপদের এক বচনে সে স্থানে তিনি, এ স্থানে ইনি, ও স্থানে উনি, যে স্থানে যিনি আদেশ হয় এবং বহু বচনে ও কর্ত্তৃ ভিন্ন কারকে সানুনাসিক যুক্ত উক্ত প্রকার রূপ হয়। কিন্তু বস্তু অভিপ্রেত হইলে কর্ত্তৃ পদে ক্রমে তাহা, ইহা, উহা, যাহা প্রযুক্ত হয়।

কে শব্দের রূপ।

কর্ত্তা	কর্ম্ম	অধিকরণ	সম্বন্ধ
কে	কাহাকে	কাহাতে	কাহার

কাহারা	কাহাদিগকে	কাহাদিগেতে	কাঁহাদের / কাঁহাদিগের

কি শব্দ।

কি	কি	কিসে	কিসের

তৃতীয় পুরুষ সংজ্ঞারূপ।

বালক	বালককে	বালকেতে	বালকের
বালকেরা	বালকদিগকে	বালকদিগেতে	বালকদের
স্ত্রী	স্ত্রীকে	স্ত্রীতে	স্ত্রীর
স্ত্রীরা	স্ত্রীদিগকে	স্ত্রীদিগেতে	স্ত্রীদের

গৌড়ীয় ভাষাতে প্রতি সংজ্ঞার স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ভেদে কোন আকারের বিপর্য্যয় হয় না। যেমন সে পুরুষ, সে স্ত্রী ইত্যাদি।

অন্যের ব্যাবর্ত্তনার্থে শব্দের রূপের পরে 'ই' এই স্বর মাত্রের যোগ হয়, এবং সমুচ্চয়ার্থে 'ও' ইহার প্রয়োগ হয়। যথা রাজাই জানেন, তাহারও দোষ ছিল ইত্যাদি।

সমাস।

অনেক পদের একপদেরন্যায় রূপহওয়াকে সমাস কহে।

গৌড়ীয় ভাষাতে চারিপ্রকার সমাস ব্যবহৃত হয়, যথা দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ।

যে সমাসে প্রত্যেক পদের প্রাধান্য থাকে তাহার নাম দ্বন্দ্ব। যথা চন্দ্র সূর্য্য দেখিলাম। এস্থলে দেখিলাম ক্রিয়া চন্দ্র এবং সূর্য্য উভয়কেই ব্যাপিয়াছে তজ্জন্য উভয়েরি প্রাধান্য আছে)

যে২পদের সমাস হইলেক তদতিরিক্ত অর্থ বোধ যাহাদ্বারা হয় তার নাম বহুব্রীহি। যথা অল্প বয়স্ক। (এস্থলে অল্প শব্দার্থ অনধিক এবং বয়স্ শব্দার্থ জীবনকাল, তদর্থের বোধ না হইয়া যে ব্যক্তির অল্প বয়ঃ তাহার প্রতীতি হইল)।

যে সমাসে বিশেষণ এবং বিশেষ্যপদের অভেদরূপে অন্বয় হয় তাহার নাম কর্ম্মধারয়। যথা নীলোৎপল। (এস্থলে নীল গুণ বিশিষ্ট পদ্মের নীলের সহিত অভেদ বোধ হইল)

যে সমাসে সমাস হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বপদে কর্ম্ম করণ, অপাদান, সম্বন্ধ অধিকরণের, চিহ্ন থাকে তাহাকে তৎপুরুষ বলা যায় তাহা ক্রমশঃ দ্বিতীয়া তৃতীয়া পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী তৎপুরুষভেদে পঞ্চ প্রকার হয়। যথা বেদাধ্যায়ী (অর্থাৎ বেদকে অধ্যায়ী) স্বর্ণনির্ম্মিত, (অর্থাৎ স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত) বৃক্ষ পতিত (অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে পতিত) রাজমন্ত্রী (অর্থাৎ রাজার মন্ত্রী) হুগলিস্থিত (অর্থাৎ হুগলিতে স্থিত) ইত্যাদি।

সমাস হইবার পূর্ব্বে সমাস যোগ্য বাক্যে যে সকল কর্ম্মাদি পদের চিহ্ন থাকে সমাস হইলে তাহার লোপ হয়, পশ্চাৎ সমস্ত পদে ক্রিয়ানুসারে কর্ম্মাদি চিহ্ন হয়।

যথা বৃক্ষকে ছেদী ইত্যর্থে বৃক্ষচ্ছেদী পদ সমস্ত হইলে পশ্চাৎ বৃক্ষচ্ছেদী বৃক্ষছেদিকে বৃক্ষছেদিতে বৃক্ষছেদির ইত্যাদি রূপ হয়।

নিষেধার্থ 'ন' স্বরাদি শব্দের সহিত সমাসে অন, এবং হলাদি শব্দের সহিত সমাসে অ, হয়। যথা ন আদর, অনাদর। ন সুখ, অসুখ, ইত্যাদি।

ক্রিয়া ব্যতীহার।

পরস্পর এক জাতীয় ক্রিয়া করণকে ক্রিয়া ব্যতীহার বলে, এবং ঐ এক জাতীয় ক্রিয়া যদ্দ্বারা উহ্য হইয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাকেও ক্রিয়া ব্যতীহার বলা যায়।

দুই শব্দ ব্যতীরেকে ক্রিয়া ব্যতীহার হয় না। এবং তাহাতে পূর্ব্বপদের অন্ত্য স্বরের স্থানে প্রায় আ, কদাচিৎ ও, আদেশ হয়, আর পরপদের শেষে ই, যুক্ত হয়। যথা মারা মারী চুলো চুলি, লাঠালাঠি, ইত্যাদি।

তদ্ধিত।

যাহাতে বিশেষ২ প্রত্যয় দ্বারা শব্দের বিশেষ২ পরিণাম হইয়া বিশেষ বিশেষার্থ প্রতিপন্ন হয় তাহার নাম তদ্ধিত।

অকারান্ত এবং হলন্ত শব্দের পরে তৎসম্বন্ধীয় বোধার্থে ঈ, ঈয়, প্রত্যয় হয়। যথা তৈলঙ্গী, ইংলণ্ডীয় ইত্যাদি।

আকারান্ত দেশ বাচক শব্দের পরে পূর্ব্বোক্তার্থে ই, প্রত্যয় হয়। যথা ঢাকাই, পাটনাই ইত্যাদি।

গুণাত্মক বিশেষণ কিংবা বিশেষ্য পদের অসাধারণ ধর্ম্ম বোধার্থে তদন্তে ত্ব, কিংবা তা, প্রত্যয় হয়। যথা মনুষ্যত্ব উত্তমতা ইত্যাদি।

গুণাত্মক বিশেষণের পরে উত্তরোত্তর গুণাধিক্য বোধার্থে তর এবং তম প্রত্যয় হয়। যথা বিজ্ঞতর মূর্খতম ইত্যাদি।

অ আ ম অন্ত শব্দ এবং ঙ ঞ ণ ন ভিন্ন বর্গীয় অক্ষরান্ত শব্দ আর যে সকল শব্দের অন্ত্য অক্ষরের পূর্ব্বে অ, আ,

ম থাকে এতাদৃশ শব্দ সকলের পরে বিদ্যমান অর্থে পুংলিঙ্গে বান্ এবং স্ত্রীলিঙ্গে বতী প্রত্যয় হয়, এতদ্ভিন্ন শব্দের পরে পুংলিঙ্গে মান্ স্ত্রীলিঙ্গে মতী হয়।

যথা জ্ঞানবান্ জ্ঞানবতী ইত্যাদি। বুদ্ধিমান্, বুদ্ধিমতী ইত্যাদি।

গুণাত্মক বিশেষণ এবং বিশেষ্য শব্দের পরে স্বার্থে কিংবা তুচ্ছার্থে টা হয়, আর অল্পার্থে ও স্নেহার্থে টী প্রত্যয় হয়।

যথা একটা বানরটা, ইত্যাদি। ক্ষুদ্রটী, বালকটী ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত শব্দের পরে বাহুল্যার্থে গুলা, স্নেহার্থে গুলিন প্রত্যয় হয়। যথা কতক গুলা, শিশুগুলা ইত্যাদি। কতকগুলিন শিশুগুলিন ইত্যাদি।

চেপ্টা বস্তুর বোধক শব্দের পরে খান, এবং খানি হয়। যথা ছয়খান, নৌকাখান ইত্যাদি। একখানি, থালখানি ইত্যাদি।

সংখ্যা বাচক গুণাত্মক বিশেষণের পূর্ব্বে অনির্দ্ধারণার্থে গোটা প্রত্যয় হয়। যথা গোটাচাবি ইত্যাদি।

শব্দের উত্তরে উক্ত প্রত্যয় সকল হইয়া উভয়ে মিলিত হওত এক শব্দ হয়। এবং ঈ ঈয় প্রত্যয়ান্ত শব্দ ও বিশেষণের পর বিহিত প্রত্যয়ান্ত শব্দ গুণাত্মক বিশেষণ পদ হয়। আর ত্ব তা প্রত্যয়ান্ত শব্দ এবং বিশেষ্য পদের পরে বিহিত প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষ্য হয়।

গুণাত্মক বিশেষণ।

গুণাত্মক বিশেষণ তিন প্রকার, অবস্থাবোধক, সংখ্যা বাচক সর্ব্বনাম।

বস্তুর গুণ অথবা অবস্থা প্রকাশক শব্দ সকল, অবস্থা বোধক বিশেষণ। যথা শিষ্ট কগ্ন ইত্যাদি।

সংখ্যা বোধক শব্দ সকল, সংখ্যাবাচক বিশেষণ। যথা এক দুই ইত্যাদি।

অভেদ রূপে তাবতের গুণ প্রকাশকশব্দ সর্ব্বনাম বিশেষণ। যথা সেই, এ, এই, ঐ, ও, কোন সর্ব্ব, সকল।

গুণাত্মক বিশেষণ প্রায় বিশেষ্যের পূর্ব্বে থাকে এবং তৎকালে কর্ম্মধারয় সমাস দ্বারা উভয়ে মিলিত হইয়া এক পদ হয়, তজ্জন্যে তাহাতে কর্ত্তৃকর্ম্মাদি চিহ্ন কিংবা টা টী প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয় হইতে না পারিয়া বিশেষ্যের পরই হয় যথা ক্ষুদ্র লোককে অন্ত্যজ জাতিটা ইত্যাদি।

(সংখ্যা বাচক বিশেষণের পর বিশেষ্য উক্ত হইয়া সমাস হইলেও টা টী, গাছা প্রভৃতি প্রত্যয় বিশেষণের পর উক্ত হইয়া থাকে যথা একটা মানুষ দেখিলাম)

গুণাত্মক বিশেষণের পরে বিশেষ্য উক্ত না হইলে বিশেষ্যের ন্যায় তাহাতেও কর্ত্তৃ কর্ম্মাদির রূপ ও তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা পণ্ডিতেরা জ্ঞানিটি ইত্যাদি।

সংস্কৃত গুণাত্মক বিশেষণ বিশেষ্যের পূর্ব্বে থাকিলে যদ্যপি সমাস হয় তথাপি লিঙ্গ চিহ্ন কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। যথা দুষ্টা ভার্য্যাকে ত্যাগ কর ইত্যাদি।

গুণাত্মক বিশেষণ বিশেষ্যের পরে থাকিলে তাহাকে বিধেয় বিশেষণ কহা যায় এবং তাহার রূপ হয় না। যথা বালকেরা বিদ্বান হইবেক ইত্যাদি।

ক্রিয়াত্মক বিশেষণ।

ক্রিয়াত্মক বিশেষণ দুই প্রকার সকর্ম্মক এবং অকর্ম্মক।

যে ক্রিয়া কর্ত্তা হইতে নিষ্পন্ন হইয়া অন্যকে ব্যাপে তাহার নাম সকর্ম্মক। যথা তিনি পাঠ শুনিবেন।

যে ক্রিয়া কর্ত্তা হইতে নিষ্পন্ন হইয়া কেবল কর্ত্তাতেই বর্ত্তে, তাহার নাম অকর্ম্মক। যথা রাম শুইবেন।

সকর্ম্মক ক্রিয়া দুই প্রকার, এক কর্ত্তৃ বাচক, দ্বিতীয় কর্ম্ম বাচক।

বাক্যস্থ যে ক্রিয়া প্রধান রূপে কর্ত্তাকে অভিপ্রেত করে তাহার নাম কর্ত্তৃবাচক। যথা শ্যাম অন্ন খাইলেন।

যে ক্রিয়া প্রধানরূপে কর্ম্মকে অভিপ্রেত করে তাহাকে কর্ম্মবাচক ক্রিয়া কহা যায়। যথা রামদ্বারা শ্যাম ধরা পড়িলেন।

ক্রিয়াত্মক বিশেষণ অবস্থা, অবস্থা সম্বলিত কাল এবং অবস্থার সহিত* কর্ত্তার অথবা কর্ম্মের সম্বন্ধকে প্রতিপন্ন করে।

অবস্থাভেদে চারিপ্রকারে ক্রিয়ার রূপ হয়, যথা নির্দ্ধারণ, সংযোজন, নিয়োজন, সংযাচন প্রকার।

ক্রিয়ার প্রতিপাদ্য অবস্থার সহিত কর্ত্তার যে সম্বন্ধ

* কর্ত্তৃ বাচক ক্রিয়াতে অবস্থার সহিত কর্ত্তার সম্বন্ধ আর কর্ম্মবাচক ক্রিয়াতে কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ জানায়।

তাহা নিশ্চিত হইলে ক্রিয়াকে নির্দ্ধারণ প্রকার কহা যায়। যথা তিনি দেখিবেন।

ঐ সম্বন্ধ যদি অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে তবে ক্রিয়াকে সংযোজন প্রকার বলা যায়। এস্থলে বাক্যার্থ পূরণার্থে অন্য ক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে তন্নিমিত্তে পূর্ব্ব বাক্যস্থ ক্রিয়ার পূর্ব্বে যদি প্রভৃতি দ্বৈধ বোধক শব্দের প্রয়োগ হয়, এবং পরবাক্যে প্রায় তবে শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা যদি তুমি যাও তবে আমি যাইব।

উক্ত সম্বন্ধ অনুমতির বোধক হইলে ক্রিয়াকে নিয়োজন প্রকার কহে। যথা তুমি দেও।

ঐ সম্বন্ধ প্রার্থনার বোধক হইলে ক্রিয়ার নাম সংযাচন প্রকার হয়। যথা আমি বেড়াইব।

আখ্যাতিক বিভক্তি।

যেসকল শব্দ ধাতুর উত্তরে প্রযুক্ত হইয়া নানাবিধ কালকে প্রকাশ করে তাহাকে আখ্যাতিক বিভক্তি কিংবা প্রত্যয় বলা যায়। যথা হ, ইলাম ইব ইত্যাদি।

গৌড়ীয় ভাষাতে এক বচন বহুবচন ভেদে এবং লিঙ্গভেদে প্রত্যয়ের প্রভেদ হয় না। যথা তুমি দেখ, তোমরা দেখ কন্যা চলিবেন, পুত্র থাকিল না।

কাল।

বিভক্তি প্রতিপাদ্যকাল তিন প্রকারে বিভক্ত, বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ।

যেকালে ক্রিয়ার প্রয়োগ হয় তাহার নাম বর্ত্তমান। যথা দেখিতেছি ইত্যাদি।

ক্রিয়ার সমাপ্তিবোধক কালকে ভূত কিংবা অতীত কহে। যথা দেখিয়াছি ইত্যাদি।

ক্রিয়ার ভাবিত্ববোধক কাল, ভবিষ্যৎ। যথা দেখিব। ইত্যাদি।

ধাতুরূপ।

বিভক্তিদ্বারা ক্রিয়ার পৃথক্২ প্রকারকে ধাতুরূপ কহে। ভাষাতে ক্রিয়াপদ তিনপ্রকারে বিভক্ত, অন্‌ভাগান্ত, ওন্‌ভাগান্ত, আন্‌ভাগান্ত। যথা করণ, লওন, বেড়ান ইত্যাদি।

উক্ত তিনপ্রকার ক্রিয়ার ক্রমশঃ অন্, ওন্, ন, ভাগ অস্থায়ী অর্থাৎ প্রত্যয়ের যোগে লুপ্ত হয়।

নির্দ্ধারণ প্রকারে তিনকাল এবং তিনপুরুষ হয়। বর্ত্তমানকালে প্রথম পুরুষে তিনপ্রকার ক্রিয়ার পরে ই প্রত্যয় হয়। যেমন, দেখি, লই, বেড়াই।

দ্বিতীয় পুরুষে, অনভাগান্ত ক্রিয়ার পরে অ, এবং ওন্ ভাগান্ত আর আনভাগান্ত ক্রিয়ার পরে ও প্রত্যয় হয়। যথা দেখ, লও, বেড়াও।

তৃতীয় পুরুষে, অন্‌ভাগান্ত ক্রিয়ার পরে এন্, আর ওন্‌ভাগান্ত আনভাগান্ত ক্রিয়ার পরে ন প্রত্যয় হয়। যথা দেখেন লন্, বেড়ান।

অতীতকালে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার পরে প্রথম পুরুষে ইলাম, দ্বিতীয়পুরুষে ইলে, তৃতীয় পুরুষে ইলেন প্রত্যয় হয়

যথা দেখিলাম, লইলাম, বেড়াইলাম। দেখিলে, লইলে, বেড়াইলে। দেখিলেন লইলেন, বেড়াইলেন।

ভবিষ্যৎকালে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার পরে প্রথম পুরুষে ইব, দ্বিতীয় পুরুষে ইবে, তৃতীয় পুরুষে ইবেন, প্রত্যয় হয়।

যথা দেখিব, লইব; বেড়াইব। দেখিবে, লইবে. বেড়াইবে। দেখিবেন, লইবেন, বেড়াইবেন।

তৃতীয় পুরুষের অসম্মান অভিপ্রেত হইলে অথবা অপ্রাণী, কিংবা পশ্বাদি কর্ত্তা হইলে, বর্ত্তমান কালে এন্ পরিবর্ত্তে এ, এবং ন পরিবর্ত্তে য় হয়। যথা সে, দেখে, লয়, বেড়ায়।

অতীতকালে ইলেন পরিবর্ত্তে ইল প্রত্যয় হয়, সে দেখিল লইল বেড়াইল। ভবিষ্যৎকালে ইবেন স্থানে ইবে কিংবা ইবেক্ হয়, যথা দেখিবে, লইবে, বেড়াইবেক।

সংযোজন প্রকারে, বর্ত্তমান এবং ভূতকাল আর তিন পুরুষীয় রূপ হয়।

বর্ত্তমানকালে নির্দ্ধারণ প্রকারে বর্ত্তমানকালীয় প্রত্যয় হয়

যেমন দেখি, দেখ, দেখেন। লই লও, লন্। বেড়াই, বেড়াও, বেড়ান।

অতীতকালে প্রথমপুরুষে ইতাম, দ্বিতীয় পুরুষে ইতে, তৃতীয় পুরুষে ইতেন প্রত্যয় হয়। যথা দেখিতাম। লইতাম বেড়াইতাম। দেখিতে লইতে, বেড়াইতে। দেখিতেন, লইতেন বেড়াইতেন।

(অসম্মান্য কিংবা পশ্বাদি অথবা অপ্রাণী কর্ত্তা হইলে তৃতীয় পুরুষ ইতেন পরিবর্ত্তে ইত হয়, যথা যদি দেখিত লইত, বেড়াইত)।

নিযোজন প্রকারে বর্ত্তমান ও ভবিষৎকালে হয়, কিন্তু প্রথম পুরুষীয় ক্রিয়া নাই।

বর্ত্তমানকালে দ্বিতীয়পুরুষে, অন্‌ভাগান্ত ক্রিয়ার পরে অ, অহ, এবং ওন্ আর আন্‌ভাগান্ত ক্রিয়ার পরে ও প্রত্যয় হয়। তৃতীয় পুরুষে সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ার পরে উন্, উক প্রত্যয় হয়। যথা দেখ, দেখহ। লও, বেড়াও। দেখুন, দেখুক, লউন্, লউক্ বড়াউন্, বেড়াউক।

ভবিষৎকালে কেবল দ্বিতীয় পুরুষীয় ক্রিয়া হয়। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার পরে ইও প্রত্যয় হয়। যথা দেখিও, লইও, বেড়াইও।

সংযাচন প্রকারে বর্ত্তমান ও ভবিষৎকাল, এবং কেবল প্রথমপুরুষে রূপ হয়। সর্ব্বক্রিয়ার পরে বর্ত্তমানকালে ই, ভবিষ্যতে ইব প্রত্যয় হয়। যথা দেখি, লই, বেড়াই। দেখিব লইব বেড়াইব।

আছন ক্রিয়ার সম্পূর্ণরূপ হয় না, কেবল নির্দ্ধারণ প্রকারে বর্ত্তমান ও অতীতকালের রূপ হইয়া থাকে এবং অতীত কালে তাহার আকার প্রায় লুপ্ত হয়।

বর্ত্তমানকাল।

আমি আমরা	আছি	তুমি তোমরা	আছ	তিনি তাহারা	আছেন

অতীতকাল।

আমি আমরা	ছিলাম	তুমি তোমরা	ছিলে	তিনি তাহারা	ছিলেন

নিজন্ত।

ক্রিয়াকে নিজন্ত করিলে প্রেরণার্থ বোধ হয়, ভাষায় নিজন্ত বোধার্থে অন্‌ভাগান্ত ক্রিয়ার ন পূর্ব্বে আ, আর ওন্‌ ভাগন্ত ক্রিয়ার ন পূর্ব্বে বা যোগ হয়, যথা দেখন হইতে দেখান। লওন হইতে লওয়ান। আন্‌ ভাগান্ত ক্রিয়া নিজন্ত হয় না। যেমন বেড়ান।

মরণ ক্রিয়া ব্যতিরেকে যাবৎ অকর্ম্মক ধাতু তাহার অনিজন্ত কালীন কর্ত্তা ঐ ক্রিয়ার নিজন্ত অবস্থায় কর্ম্ম হয়। যথা রাম চলেন, আমি রামকে চালাই ইত্যাদি। সেইরূপ সকর্ম্মক ক্রিয়ার অনিজন্ত কালীন যে কর্ত্তা ঐ ক্রিয়া নিজন্ত হইলে যদি তাহাকে ব্যাপে তবে কর্ম্ম হয় নতুবা নিজন্ত ক্রিয়ার করণ হয়। যথা তিনি ব্যাকরণ পড়েন, আমি তাহাকে ব্যাকরণ পড়াই। এস্থলে পড়ান ক্রিয়া তাহাকে ব্যাপিয়াছে তজ্জন্য কর্ম্ম হইল।

হরি ঘট গড়েন। আমি হরি দ্বারা ঘট গড়াই। (এ স্থলে গড়ান ক্রিয়া হরিকে ব্যাপিল না এই হেতু করণ হইল.)

নিজন্ত ক্রিয়ার রূপ অন্‌ভাগান্ত ক্রিয়ার ন্যায় হইবে। যথা খাওয়াই, খাওয়াইলাম, খাওয়াইব।

সংযোগ ক্রিয়া।

'ইয়া' অন্ত এবং 'ইতে, অন্তক্রিয়ার সহিত অনভাগান্ত এবং ওনভাগান্ত ক্রিয়ার সংযোগ হইলে তাহাকে সংযোগ ক্রিয়া কহা যায়, এবং দান ভ্রমণ প্রভৃতি সংস্কৃত ভাববাচক কৃদন্ত শব্দ পূর্ব্বক অনভাগান্ত সকর্ম্মক ক্রিয়াকে ও সংযোগ ক্রিয়া কহে।

যথা জানিতে পারি, জানিতে পারিলাম, জানিতে পারিব। করিতেছি করিয়া থাকি দান দেয় শ্রবণ কর ইত্যাদি।

ইতে এবং ইয়া অন্ত ক্রিয়াতে সংযুক্ত আছেন ক্রিয়ার অতীত কালে তিন প্রকার রূপ হয়, তজ্জন্যে ইহাতে অতীতকাল তিন প্রকার হয়।

তথা, ইতে অন্তক্রিয়ার সহিত আছিলামের যোগে অদ্যতন ভূত 'ইয়া অন্তক্রিয়ার সহিত আছি যোগে হ্যস্তন ভূত, এবং তদন্ত ক্রিয়াতে আছিলাম যোগে চিরন্তন ভূত।

যথা, যাইতেছিলাম, যাইয়াছি, যাইয়াছিলাম।

সংযোগ ক্রিয়ার অতীতকাল নামতঃ ত্রিধা ভিন্ন হওয়াতে অসংযোগ ক্রিয়ার অতীতকাল শুদ্ধভূত রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কর্ম্ম বাচক ক্রিয়া।

অনভাগান্ত এবং ওনভাগান্ত সকর্ম্মক ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পর ক্রমে আ, ওয়া প্রত্যয় হইয়া তদুত্তর পড়ন, থাকন, রহন, হওন, যাওন, ইত্যাদি ক্রিয়া অন্বিত হইলে কর্ম্মবাচক ক্রিয়া হয়। যথা ধরা পড়ন, খাওয়া হওন ইত্যাদি

কর্ম্মবাচক ক্রিয়ার কর্ম্মপদ কর্ত্তৃপদ স্থানি হয়, এবং আ, ওয়া অন্তের পরস্থিত ক্রিয়ার সহিত তাহার প্রাধান্য রূপে অন্বয় হয়। যথা আমি কিংবা আমরা মারা পড়িলাম ইত্যাদি।

কর্ম্মবাচক ক্রিয়ার রূপ কর্ত্তৃবাচক ক্রিয়ার ন্যায় হয়, অর্থাৎ হওন, যাওন প্রভৃতি ক্রিয়ার পরে পূর্ব্বোক্ত ই-ইলাম, ইব, ইত্যাদি প্রত্যয় হইয়া পূর্ব্ববৎরূপ হয়।

কর্ম্মবাচক মারা যাওন ক্রিয়ারূপ

নির্দ্ধারণ প্রকার।

কাল	প্রথম পুরুষ	দ্বিতীয় পুরুষ	তৃতীয় পুরুষ
বর্ত্তমান	মারা যাই	মারা যাও	মারা যান
ভূত	মারা যাইলাম	মারা যাইলে	মারা যাইলেন
ভবিষ্যৎ	মারা যাইব	মারা যাইবে	মারা যাইবেন

সংযোজন প্রকার।

ব,	যদি মারা যাই	যদি মারা যাও	যদি মারা যান
ভূত,	যদি মারা যাইতাম	যদি মারা যাইতে	যদি মারা যাইতেন

নিযোজন প্রকার।

বর্ত্তমান	মারা যাও	মারা যাউন
ভবিষ্যৎ	মারা যাইও	

সংযাচন প্রকার।

বর্ত্তমান	মারা যাই
ভবিষ্যৎ	মারা যাইব

ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ।

ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ অর্থাৎ অসমাপিকা ক্রিয়া চারি প্রকার হয়, যথা চন্দমর্থা, কর্তৃনিষ্ঠ বর্ত্তমান, ক্ত্বাচর্থা, সম্ভাব্য ক্রিয়া। এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াতে কর্ত্তৃ কর্ম্মাদি পদরূপ হয়, তজ্জন্যে তাহাকে কৃদন্ত ক্রিয়া কহা যায়।

চন্দম।

সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পর ইতে সংযোগ করিলে তদ্দ্বারা ক্রিয়ার নিমিত্তকে বুঝাইলে তাহাকে চন্দ মর্থা কহে। যথা চন্দ্র দেখিতে আসিলাম।

কর্ত্তৃনিষ্ঠ বর্ত্তমান।

সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে ইতে প্রয়োগ দ্বারা দ্বিরুক্ত করিলে, অথবা অন্‌ভাগান্ত ক্রিয়ার পরে অত আর ওন আনভাগান্ত ক্রিয়ার পরে ওত্ প্রযুক্ত হইলে যদি তদ্দ্বারা ক্রিয়াকর্ত্তার অবস্থা প্রতীত্ হয় তবে তাহাকে কর্ত্তৃ নিষ্ঠ বর্ত্তমান কহে। যথা তিনি চন্দ্র দেখিতেং বা দেখত কিংবা বেড়াওত গেলেন।

ক্ত্বাচ

সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে ইয়া প্রয়োগ দ্বারা পূর্ব্বক্রিয়ার অতীত কালবিশিষ্ট ক্রিয়ান্তরকে বুঝাইলে ক্ত্বাচ কহে; যথা আমি বাটী যাইয়া তাহাকে দেখিব।

সম্ভাব্য ক্রিয়া।

সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে ইলে প্রয়োগ করিলে যদি অন্য ব্যক্তির অন্য ক্রিয়ার সম্ভাবনা বুঝায় তবে তাহাকে সম্ভাব্যক্রিয়া কহে। যথা আমি যাইলে তুমি কি করিবে ইত্যাদি

অসমাপিকাক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে থাকে, এবং সমাপকা ক্রিয়ার যে কর্ত্তা এবং কাল, তাহাই অসমাপিকা ক্রিয়ার হয়। কেবল সম্ভাব্যক্রিয়াতে কর্ত্তার পার্থক্য থাকে।

কৃদন্ত।

ক্রিয়া কিংবা কর্ম্মমাত্র বোধের নিমিত্তে, ক্রিয়া কৃদন্তা হয়, এবং তাহা তিনপ্রকার, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়।

প্রথম প্রকার কৃদন্ত।

অনভাগান্ত ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে আ আর ওন্ ভাগান্ত ক্রিয়ার পরে ওয়া প্রয়োগ করিলে প্রথম প্রকার কৃদন্তক্রিয়া হয়, আনভাগান্ত ক্রিয়া প্রথম প্রকার কৃদন্তা হয়না। যথা করণ—করা যাওন—যাওয়া ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার কৃদন্ত।

সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ারস্থায়ি প্রকৃতির পরে ইবা যোগ করিলে দ্বিতীয় প্রকার কৃদন্ত ক্রিয়া হয়। যথা করিবা, যাইবা, বেড়াইবা।

তৃতীয় প্রকার কৃদন্ত।

সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার অধিকল রূপ থাকিলে তৃতীয় প্রকার কৃদন্তক্রিয়া হয়। যথা করণ, যাওন, বেড়ান ইত্যাদি।

কৃদন্তক্রিয়াতে নামের ন্যায় কর্ত্তৃ কর্ম্মাদি পদ চিহ্ন হয়, কিন্তু বহুবচন বিহিত বিভক্তি এবং কদাচিৎ কর্ম্ম চিহ্ন হয় না।

সর্ব্বপ্রকার কৃদন্ত ক্রিয়ারূপ।

কর্ত্তা	অধিকরণ	সম্বন্ধ
মারা	মারাতে	মারার
খাওয়া	খাওয়াতে	খাওয়ার
মারিবা	মারিবাতে	মারিবার
খাইবা	খাইবাতে	খাইবার
বেড়াইবা	বেড়াইবাতে	বেড়াইবার
মারণ	মারণে	মারণের
খাওন	খাওনে	খাওনের
বেড়ান	বেড়ানে	বেড়ানের

সংস্কৃত কৃদন্ত ক্রিয়াপদ ভাববাচক অর্থাৎ ক্রিয়ামাত্রবোধক কর্ত্তৃ বাচক অর্থাৎ কর্ত্তৃবোধক, কর্ম্মবাচক অর্থাৎ কর্ম্মবোধক, এই তিন প্রকার গৌড়ীয় সাধুভাষাতে অতিশয় প্রচররূপ তন্নিমিত্তে কতিপয় উক্ত কৃদন্তপদ প্রদর্শিত হইল।

ভাববাচক।	কর্ত্তৃ বাচক।	কর্ম্মবাচক।	ধাত্বর্থ।
অধ্যয়ন	অধ্যেতা	অধীত	পঠন
অধ্যাপন	অধ্যাপক	অধ্যাপিত	পড়ান
অনুগ্রহ	অনুগ্রাহক	অনুগৃহীত	প্রসন্নত।
অনুরোধ	অনুরোধক	অনুরুদ্ধ	উপরোধ
অন্বেষণ	অন্বেষক	অন্বিষ্ট	অনুসন্ধান

ভাববাচক।	কর্ত্তৃবাচক।	কর্ম্মবাচক।	ধাত্বর্থ।
অর্পণ	অর্পক	অর্পিত	প্রদান
আক্রমণ	আক্রামক	আক্রান্ত	চড়াও
উপাসনা	উপাসক	উপাসিত	আরাধনা
করণ	কারক	কৃত	করা
খাদন	খাদক	খাদিত	খাওয়া
গ্রহণ	গ্রাহক	গৃহীত	লওন
ঘর্ষণ	ঘর্ষক	ঘৃষ্ট	ঘষা
চিন্তন	চিন্তক	চিন্তিত	ভাবনা
ছেদন	ছেদক	ছিন্ন	ছেঁড়া
জয়	জেতা	জিত	পরাভব
তর্পণ	তর্পক	তর্পিত	তৃপ্তি
দান	দাতা	দত্ত	ধর্ম্মার্থদ্রব্যত্যাগ
ধারণ	ধারক	ধৃত	ধরা
নির্ম্মাণ	নির্ম্মাতা	নির্ম্মিত	গঠন
পঠন	পাঠক	পঠিত	পড়া
বঞ্চনা	বঞ্চক	বঞ্চিত	প্রতারণা
ভরণ	ভর্ত্তা	ভৃত	পোষণ
মিশ্রণ	মিশ্রক	মিশ্রিত	একত্রীকরণ
যোগ	যোজক	যুক্ত	মেলন
রচনা	রচক	রচিত	নির্ম্মাণ
লিখন	লেখক	লিখিত	লিপি
শ্রবণ	শ্রোতা	শ্রুত	শুনা
হরণ	হারক	হৃত	চুরিকরণ

বিশেষণীয় বিশেষণ।

গুণাত্মক কিংবা ক্রিয়াত্মক বিশেষণের গুণ বা অবস্থা বোধক শব্দের নাম সামান্যত বিশেষণীয় বিশেষণ হইলেও ক্রিয়াত্মক বিশেষণের অবস্থাদি বোধক শব্দ ক্রিয়ার বিশেষণ রূপ বিশেষ নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত ক্রিয়ার বিশেষণ পাঁচ প্রকার, যথা দৈশিক, কালিক, আবস্থিক, প্রশ্নার্থ, নিষেধার্থ।

অনেক ক্রিয়ার বিশেষণে অধিকরণ পদের চিহ্ন থাকে এবং অনেক শব্দের শেষে রূপে, প্রকারে, পূর্ব্বক প্রযুক্ত পর্য্যন্ত ইত্যাদি শব্দযুক্ত হইলে ক্রিয়ার বিশেষণ হয়।

দৈশিক ক্রিয়া বিশেষণ।

স্থানবিশেষের জ্ঞাপক।

এখানে, ওখানে, সেখানে, যথায়, তথা, তথায়, দূরে, নিকটে অগ্রে, সম্মুখে, সাক্ষাতে, পশ্চাতে, পশ্চাৎ, পার্শ্বে, পাশে, মধ্যে, মাঝে, ভিতরে ইত্যাদি।

কালিক

* এখন, যখন, তখন, এক্ষণে, তৎক্ষণাৎ, অদ্য, কল্যং পরশ্বঃ পরে, পূর্ব্বে, প্রভাতে, প্রাতে, প্রত্যূষে, সকালে, বিকালে, রাত্রি

---

* এখন প্রভৃতি কতিপয় শব্দের পরে তৎকাল সম্বন্ধি বস্তুবোধের নিমিত্তে " কার ,, প্রত্যয় হইলে গুণাত্মক বিশেষণ হয়।
যেমন এখানকার লোক, পরশ্বকার দধি ইত্যাদি।

ত্রে, দিবারাত্রে, সদা, সর্ব্বদা, যাবৎ, প্রত্যহ, প্রতিমাস, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, ক্ষণেং, প্রতিপ্রভাতে ইত্যাদি এবং অবধি পর্য্যন্ত যাহার শেষে থাকে তাহাও কালিকক্রিয়া বিশেষণ।

আবস্থিক।

অবস্থাবিশেষের বোধক।

* ভাল, অতিভাল, মন্দ, অতিমন্দ, শীঘ্র, অতিশীঘ্র অতিবাদ, অতিশয় অত্যন্ত, অতিত্বরায়, বেগে, ধীরে, ধীরেং, ক্রমেং, ক্রমশঃ, অস্পেষ্ট, মধ্যেং, আস্তেং, মধ্যেং, বারং, পুনঃং, পুনর্ব্বার, একবার, একেবারে অকস্মাৎ, হঠাৎ, দৈবাৎ, কিঞ্চিৎং, অধিক, যথেষ্ট, এরূপে, এপ্রকারে, জ্ঞানপূর্ব্বক, বাহুল্যরূপে, আধিক্যরূপে, কাতরতাপূর্ব্বক, তৎপ্রযুক্ত ইত্যাদি।

নিষেধার্থ।

ক্রিয়ার নিষেধ রূপার্থ বোধক।

না, নাই, নহে, ইত্যাদি।

প্রশ্নার্থক।

যাহাদ্বারা জিজ্ঞাসার প্রতীতি হয়।

কেমন, কবে, কোথা, কোথায়, কখন, কোন্ কি কিসে, কেন, ইত্যাদি।

যাবৎ, তাবৎ, ভাল, অতিভাল, মন্দ, অতিমন্দ, অতিশয়, অতিবাদ, যথেষ্ট অধিক, ইত্যাদি কতিপয়শব্দ গুণাত্মক বিশেষণও হইয়া থাকে

সম্বন্ধীয় বিশেষণ।

সম্বন্ধীয় বিশেষণ যে সকল শব্দের পরে থাকে তাহার সম্বন্ধীয় পরিণাম হয়। কিন্তু প্রায় সুশ্রাব্যতানুরোধে সমাস হইয়া তাহার লোপ হইয়া যায়। এবং তাহা অন্য নাম কিংবা ক্রিয়ার সম্বন্ধকে অবশ্য প্রতিপন্ন করে।

সহিত, সঙ্গে, সাথে, * হইতে, বিনা ব্যতিরেকে, ব্যতীত, অপেক্ষা, দ্বারা, দিয়া, উপর, উপরে, কর্ত্তৃক, নীচে, মধ্যে, মাঝে, জন্যে, নিমিত্তে ভিতরে, উর্দ্ধে, প্রতি, ইত্যাদিশব্দ সম্বন্ধীয় বিশেষণ।

(নিকটে, সম্মুখে, অগ্রে, সাক্ষাতে, পশ্চাতে, পার্শ্বে, পাশে, ইত্যাদি শব্দ যাহার পরে থাকে তাহার সম্বন্ধীয় পরিণাম হয় তজ্জন্যে ক্রিয়ার বিশেষণ হইলেও সম্বন্ধীয় বিশেষণরূপে কখন২ ব্যবহার করাযায়)।

(নীচে, উচ্চ, উপর, উর্দ্ধ, ইত্যাদি কতিপয় শব্দ সম্বন্ধীয় বিশেষণ হইয়াও কদাচিৎ গুণাত্মক বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা নীচ লোক.

সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ।

সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ বাক্যসকলের অথবা পদ সকলের পরস্পর যোজক হয়, এবং বিশেষ২ স্থানে বিশেষ২ অর্থ বোধ করায়।

---

* হইতে এবং কর্ত্তৃকশব্দের যোগে আমি, তুমি, সে, এ, ও, কে, ইত্যাদি শব্দের স্থানে ক্রমে, আমা, তোমা, তাহা, ইহা, উহা, কাহা, আদেশ হয়; যথা—আমাকর্ত্তৃক।।

এবং, কিন্তু, ও, যদি, যদ্যপি, তবে, যে, যেহেতুক, কেননা, কারণ, অতএব, একারণ, এনিমিত্ত, একজন্যে, তন্নিমিত্তে, তজ্জন্যে, আর, বরং তথাপি, তত্রাপি, তবু, যদিও, যদ্যপিও, কিংবা অথবা বা, ইত্যাদি শব্দ সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ।

অন্তর্ভাব বিশেষণ।

পশ্চাল্লিখিত শব্দ সকল মানসিক ভাব প্রকাশক হইয়া অন্তর্ভাব বিশেষণ হয়।

হে
ও
রে
ওগো
ওরে
ওলো } আভিমুখ্যার্থ বোধক।

ত্রাহি
দোহাই } রক্ষা প্রার্থনা।

আহ ....দয়াসূচক.

হায়
হা } খেদোদ্বোধক,

হাঁ হাঁ ....শীঘ্র নিবারণার্থ,

হাঁ ....স্বীকার বোধক,

আঃ
উঃ } কষ্ট প্রকাশক

রাম২
মহাভারত২ } ঘৃণাসূচক,

কি আশ্চর্য্য ...... অদ্ভুত প্রকাশক

বাক্যবচনা প্রকার।

পদ সমুদয় কোন এক তাৎপর্য্য বোধক হইলে তাহাকে বাক্য বলা যায়, এক বাক্য অন্তত এক কর্ত্তা এবং ক্রিয়া ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় না। বহুপদ বিশিষ্ট বাক্যে কদাচিৎ ক্রিয়া উহ্য থাকে।

বাক্যবচনা প্রকরণ।

প্রথমে কর্ত্তৃপদ সর্ব্বশেষে সমাপিকা ক্রিয়াপদ নিবিষ্ট হয় এবং বিশেষ্য পদের পূর্ব্বে গুণাত্মক বিশেষণ পদ, সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে অসমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্ম ক্রিয়ার পূর্ব্বে কর্ম্মপদ, আর সম্বন্ধি পদেব পূর্ব্বে সম্বন্ধ পদ বিন্যস্ত হয়। সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণপদ দুইবাক্য কিংবা দুইপদের মধ্যে, ক্রিয়ার বিশেষণ প্রায়ক্রিয়ার পূর্ব্বে, বিশেষণীয় বিশেষণ গুণাত্মক বিশেষণের পূর্ব্বে, সম্বন্ধীয় বিশেষণ সম্বন্ধ অথবা অপাদান কিংবা করণ পদের পরে, এবং অন্তর্ভাব বিশেষণ প্রায় বাক্যের প্রথমে স্থাপিত হইয়া থাকে, কিন্তু উক্ত পদ সকল এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্যপদ বক্তার অভিপ্রায়ানুসারে কর্ত্তৃপদ এবং সমাপিকা ক্রিয়াপদের মধ্যে নিবিষ্ট হয়।

বাক্যেব অন্তর্গত বিশেষ।

কর্ম্মবাচক ক্রিয়াব কর্ত্তৃপদ করণ পদের ন্যায় হয়, কিন্তু কখন২ পরস্থিত হইতে শব্দ দ্বাবা অপাদানবৎও হইয়া থাকে।

• বা ... [illegible]

২তে অন্ত হওন সংযোগ ক্রিয়াতে কর্তৃপদ কর্ম্মপদ তুল্য হয় এবং তৎকালে হওন ক্রিয়ার তৃতীয় পুরুষীয়রূপভিন্ন রূপান্তর হয়না। যথা আমাকে যাইতে হইল ইত্যাদি।

কোনস্থানে কর্ম্মপদে অথবা করণপদে অধিকরণের রূপ হয়। যথা চরণে ধরিলাম। ছুরিতে কাটিলাম ইত্যাদি।

কখন২ একবাক্য অন্য বাক্যান্তর্গত সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম হয়। যথা তিনি কহিলেন যে তোমরা শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগী হইও ইত্যাদি।

সমাপিকা সকর্ম্মক ক্রিয়া কর্ম্মশূন্য হইলে সর্ব্বদা তৎপরে যে এই সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণের প্রয়োগ হয়। যথা আমি জানিলাম যে তাহারা পদচ্যুত হন নাই ইত্যাদি।

যে এই প্রতিসংজ্ঞার নিয়ত সে এই প্রতিসংজ্ঞা, কিন্তু তাহারদের কারক চিহ্নের নৈয়ত্য নাই। যথা যে আসিয়াছিল তাহাকে দেখিলাম, তাহার বাটী ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়া কখন২ সমাপিকা ক্রিয়ার সহিত এক কর্ত্তৃক হয় না। যথা তিনি না যাইতে২ আমি গিয়াছিলাম। তুমি আসিলে আমি যাইতাম ইত্যাদি।

পূর্ব্ব বাক্যার্থ প্রতিনিধি কখন২ পরবাক্যস্থ তৃতীয় পুরুষীয় প্রতিসংজ্ঞা হয়, এবং তাহাতে নানা কারকের সম্ভাবনা। যথা আমি তাহাকে কহিলাম যে তুমি এতাদৃশ কুকর্ম্ম পুনর্ব্বার করিও না, ইহা শুনিয়া তিনি লজ্জিত হইয়া প্রায় দুই মুহূর্ত্ত অধোবদনে থাকিলেন ইত্যাদি।

পদান্বয় প্রকরণ।

বাক্যস্থিত পদপদার্থজ্ঞান বিশেষরূপে না হইলে বাক্যার্থ প্রতীতি হইতে পারে না কিন্তু পদান্বয় করণ দ্বারা অর্থাৎ অধোলিখিত রীত্যনুসারে তত্তৎপদের স্বরূপ কারকাদি জ্ঞান দ্বারা তদ্বোধ জন্মে।

প্রথম, বিশেষ্য অথবা বিশেষণ প্রভেদ।

বিশেষ্যপদে—সংজ্ঞা, পুরুষ, লিঙ্গ, কারক, বচনভেদ।

বিশেষণ পদে—গুণাত্মক, ক্রিয়াত্মক, ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক, সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ, সম্বন্ধীয় বিশেষণ ইত্যাদি ভেদ।

কর্তৃপদে—প্রধানরূপে অন্বিত ক্রিয়া, কর্ম্মপদে—ক্রিয়া বিশেষের ব্যাপ্যতা ও মুখ্যগৌণভেদ, করণপদে তদ্বোধক শব্দ প্রদর্শন, অপাদানে—তদ্বোধক শব্দ ও তৎসম্বন্ধি পদার্থ অধিকরণে তদবস্থিত ক্রিয়াদি বিশেষ, সম্বন্ধে—তৎসম্বন্ধি পদার্থ, এবং সর্ব্বত্র বচন ভেদ নির্দ্দেশ্য।

গুণাত্মক বিশেষণে সংখ্যাবাচক সর্ব্বনামাদি বিশেষ, লিঙ্গ, সংখ্যা, কারকভেদ, উল্লেখ্য, কিন্তু তদনন্তর তদ্বিশেষ্য উক্ত হইলে লিঙ্গাদি প্রভেদকথন অনাবশ্যক যেহেতুক বিশেষণ পদ সর্ব্বদা বিশেষ্যের লিঙ্গাদি চিহ্ন গ্রহণ করে।

ক্রিয়াত্মক বিশেষণে অর্থাৎ ক্রিয়াপদে—নিজন্ত অনিজন্ত ভেদ, সমাপিকা অসমাপিকা ভেদ, সকর্ম্মক অকর্ম্মকভেদ,

নির্দ্ধারণাদি প্রকারভেদ, বর্ত্তমানাদি কাল, প্রথম পুরুষীয় ত্বাদি, ও কর্ত্তৃবাচক কর্ম্মবাচকভেদ, এবং, তদন্বিত উক্ত বা উহ্য কর্ত্তা নির্দ্দেশ্য।

ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ পদে অর্থাৎ অসমাপিকা ক্রিয়াপদে—অনিজন্ত নিজন্তভেদ, চত্বর্থা, ক্ত্বার্থা, কর্ত্তৃনিষ্ঠ বর্ত্তমান ও সম্ভাব্য, ক্রিয়াপ্রভেদ, সকর্ম্মক অকর্ম্মকভেদ, (সকর্ম্মক হইলে উক্ত বা উহ্য কর্ম্ম উল্লেখ্য) এবং সমাপিকা ক্রিয়া প্রদর্শন আবশ্যক। সমাপিকাক্রিয়ার প্রকার কালাদিই অসমাপিকাক্রিয়ার প্রকার কালাদি হয় অতএব তন্নির্দ্দেশ অনাবশ্যক।

কৃদন্তক্রিয়াতে—নিজন্ত অনিজন্ত ভেদ, প্রথম, বা দ্বিতীয়, বা তৃতীয় প্রকার ভেদ, সকর্ম্মক অকর্ম্মক ভেদ, এবং কারক ভেদ বাচ্য।

সম্বন্ধীয় বিশেষণে — সম্বন্ধ, করণ, অপাদানাদি বোধকতা ভেদ, এবং তদ্দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধ যে পদদ্বয় তন্নির্দ্দেশ্য।

সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণে—অর্থাৎ ক্রিয়ার বিশেষণে তদ্বিশেষ্য ক্রিয়া নির্দ্দেশ, এবং গুণাত্মক বিশেষণের বিশেষণে তৎপ্রকাশ্য গুণকগুণাত্মক বিশেষণের উল্লেখ।

সম্বন্ধীয় প্রতিসংজ্ঞার বিশেষ্য উল্লেখ্য, এবং প্রতিসংজ্ঞা যাহার প্রতিনিধি তৎকথনাবশ্যক।

উদাহরণ।

বালক খাইল।

বালক—বিশেষ্যপদ, সাধারণসংজ্ঞা, তৃতীয় পুরুষ, পুংলিঙ্গ কর্ত্তৃকারক. একবচন, ইহার ক্রিয়া খাইল।

খাইল,—ক্রিয়াপদ, অনিজন্ত, সমাপিকা, সকর্ম্মক, নির্দ্ধারণ প্রকার অতীত কাল, তৃতীয় পুরুষের ক্রিয়া, কর্ত্তৃ বাচক, ইহার কর্ত্তা বালক কর্ম্ম উহ্য।

ব্যাকরণের সারাংশ আকর্ষণ করিয়া এই পুস্তক সংগ্রহ করিলেন।

ব্যাকরণের—বিশেষ্য পদ, সাধারণ সংজ্ঞা, তৃতীয় পুরুষ ক্লীব লিঙ্গ, সম্বন্ধে এক বচন। (ইহার সম্বন্ধি পদ সারাংশ)

সারাংশ—বিশেষ্য পদ, সাধারণ সংজ্ঞা, তৃতীয় পুরুষ. পুংলিঙ্গ কর্ম্মকারক, এক বচন (আকর্ষণ করিয়া এই সকর্ম্মক ক্রিয়ার ব্যাপ্য সার অংশ এই দুই পদে কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে।

আকর্ষণ করিয়া—ক্রিয়াপদ, অনিজন্ত অসমাপিকা, সংযোগ ক্রিয়া ত্ত্বাচর্থা, সকর্ম্মক (ইহার সমাপিকা ক্রিয়া সংগ্রহ করিলেন। কর্ম্ম সারাংশ)।

এই—সর্ব্বনাম বিশেষণ (ইহার বিশেষ্য পুস্তক)।

পুস্তক—বিশেষ্য পদ, সাধারণ সংজ্ঞা, তৃতীয় পুরুষ, ক্লীবলিঙ্গ. কর্ম্মকারক, একবচন, (সংগ্রহ করিলেন ক্রিয়ার ব্যাপ্য)।

সংগ্রহ করিলেন—ক্রিয়াপদ, অনিজন্ত, সংযোগ ক্রিয়া সমাপিকা, সকর্ম্মক, নির্দ্ধারণ প্রকার অতীতকাল, তৃতীয় পুরুষীয় ক্রিয়া, (ইহার কর্ত্তা উহ্য কোন পণ্ডিত, কর্ম্ম পুস্তক)।

সমাপ্ত।